দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... MAY 10 1999 ..

পৃষ্ঠা ০২ কলাম ৭

491

ঢাঃবিঃ রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েট নির্বাচন

লড়াই হবে ত্রিমুখী

(বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ প্রশাসনিক বডি সিনেটের ২৫ জন রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েট প্রতিনিধি নির্বাচন আগামী ৬ই জুন হতে শুরু। ৩টি পৃথক প্যানেল থেকে এ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী সকল প্রার্থী নিজ নিজ অবস্থানে থেকে উঠেপড়ে লেগেছেন। এবারের নির্বাচনী হাওয়াও বিগত বছরগুলোর চেয়ে অনেক জোরালো আকার ধারণ করেছে। এর কারণ হচ্ছে, একদিকে ভোটার সংখ্যা যে কোন বছরের চেয়ে কয়েকগুণ বেড়েছে। আর ভোট কেন্দ্র রয়েছে সারাদেশের ৩৭টি স্থানে। ফলে নির্বাচন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে ঘিরে হলেও প্রচার-প্রচারণা চলছে দেশব্যাপী।

গত সিনেট নির্বাচনে ভোটার সংখ্যা ছিল মাত্র ৬ হাজার। এবার ভোটার সংখ্যা ৩১ হাজার ৪শ' ১৭ জন। ঢাকায় ২টি কেন্দ্রসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় মোট ভোট কেন্দ্র হচ্ছে ৩৭টি। অধিক ভোটার হওয়ায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে আগামী ৬ই জুন হতে ১৬ই জুন পর্যন্ত।

নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সমর্থিত 'গণতান্ত্রিক ঐক পরিষদ', বিএনপি ও জামাত সমর্থিত 'জাতীয়তাবাদী ঐক্য পরিষদ' এবং বামপন্থী ও নিরপেক্ষতার দাবিদারদের সমন্বয়ে 'প্রগতি পরিষদ' প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে।

নির্বাচনকে সামনে রেখে জাতীয়তাবাদী ঐক্য পরিষদ গতকাল তাদের প্রার্থী পরিচিতি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। গণতান্ত্রিক ঐক্য পরিষদের প্যানেল পরিচিতি আজ সোমবার। এর আগে গতকাল রোববার তারা সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়কালে তাদের বক্তব্য তুলে ধরেন। এছাড়া প্রগতি পরিষদও তাদের নিজস্ব অবস্থানে থেকে নির্বাচনী প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে।

গতকাল বিকেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসিতে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়কালে গণতান্ত্রিক ঐক্য পরিষদ নেতৃবৃন্দ বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন বহাল রাখাই তাদের মূল উদ্দেশ্য। এ জন্য '৭৩-এর অধ্যাদেশকেও অক্ষুণ্ন রাখতে হবে; তবে সময়ের প্রয়োজনে গঠনতন্ত্রের কিছু সংশোধন করা যেতে পারে।

প্রার্থী হাবিবুর রহমান খান বলেন, কাঁটাবন মসজিদটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পত্তি, কিন্তু '৭৫-এর পরবর্তী উপাচার্যরা অবিবেচকের মতো কাঁটাবনকে ছেড়ে দেন। আগামী নির্বাচনে তারা বিজয়ী হলে কাঁটাবন মসজিদকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করবেন।

মতবিনিময়কালে উপস্থিত ছিলেন এডভোকেট সৈয়দ আহমদ, অধ্যাপক আবদুল মান্নান চৌধুরী, অধ্যাপক হারুন-উর রশীদ, অধ্যাপক মাহফুজা খানম, আবুল কালাম আজাদ, রামেন্দু মজুমদার, লায়লা হাসান প্রমুখ।

জাতীয়তাবাদী ঐক্য পরিষদ একই সময়ে টিএসসি ক্যাফেটেরিয়ায় তাদের প্রার্থী পরিচিতি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক মনিরুজ্জামান মিয়ার সভাপতিত্বে এ সময় উপস্থিত ছিলেন, ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন, এডভোকেট তৈমুর আলম খন্দকার, গিয়াস কামাল চৌধুরী, ডাঃ মোঃ আবদুল হাদী, ডঃ মোঃ নুরুল ইসলাম, এ কে এম রফিকুন্নবী, ডঃ চৌধুরী মাহমুদ হাসানসহ অন্য প্রার্থিগণ।

এ সভায় তারা বর্তমান প্রশাসন এবং সরকারের বিরুদ্ধে দলীয়করণ, স্বজনপ্রীতি, স্বেচ্ছাচারিতাসহ বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপন করেন। তারা বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ, শিক্ষা ও গবেষণা খাতে যা ব্যয় হচ্ছে তার চেয়ে বেশি ব্যয় হচ্ছে প্রশাসনিক কার্যক্রমে। এর কারণ হচ্ছে, দলীয়করণ চরিতার্থ করার জন্য অপ্রয়োজনীয় পদ তৈরি করা। তারা আরো বলেন, বর্তমান প্রশাসনের আমলে হল দখল, সন্ত্রাসী, সেশন জট বৃদ্ধি পেয়েছে।

তারা অঙ্গীকার করেন যে, জাতীয়তাবাদী ঐক্য পরিষদ বিজয়ী হলে উল্লিখিত সমস্যার সমাধান করবেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ প্রশাসনে বিকেন্দ্রীকরণ ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠা করা হবে। প্রশাসনের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতাও নিশ্চিত করা হবে।

'প্রগতি পরিষদ' এখনো আনুষ্ঠানিক কোন কর্মসূচি গ্রহণ না করলেও তারা নির্বাচনী প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে।